দুশমনের দৃষ্টি থেকে গোপন থাকার উপায়।

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লহি ওয়াবারাকাতুহু।

প্রিয় দ্বীনী ভাইয়েরা... কুরআন হাদীসের আলোকে মানুষের দুশমন ৩ প্রকার।
১,নফসে আম্মারা(কুপ্রবৃত্তি)।
২,জ্বীন শয়তান।
৩,মানব শয়তান।
প্রথম ২ প্রকার দুশমনের প্রতিরোধের জন্য আমরা নিয়মিত সকাল-সন্ধায় আমল করে থাকি,আলহামদুলিল্লাহ।

কিন্তু অনেকেই হয়তোবা ৩য় প্রকার দুশমন তথা মানব দুশমনের প্রতিরোধক জানেননা।
তাই (মহা মহিমের দরবারে প্রতিদান লাভের আশায়) ভাইদেরকে কিছু আমল করার জন্য অনুরোধ করছি। যা আমাদেরকে আল্লাহর কাছে আত্বসমর্পনকারি এবং তাঁর পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্য পাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে বলে আশা করি,ইনশাআল্লহ।

※২য় পর্বঃ

★দুশমনের দৃষ্টি থেকে গোপন থাকার আমলঃ

হযরত কাব রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ যখন মুশরিকদের দৃষ্টি থেকে আত্নগোপন করতে চাইতেন,তখন কোরআনের ৩টি আয়াত পাঠ করতেন। এর প্রভাবে শত্রুরা তাকে দেখতে পেতনা।

আয়াত ত্রয় নিম্নরুপঃ

১,সূরা কাহাফের ৫৭ নং আয়াত।

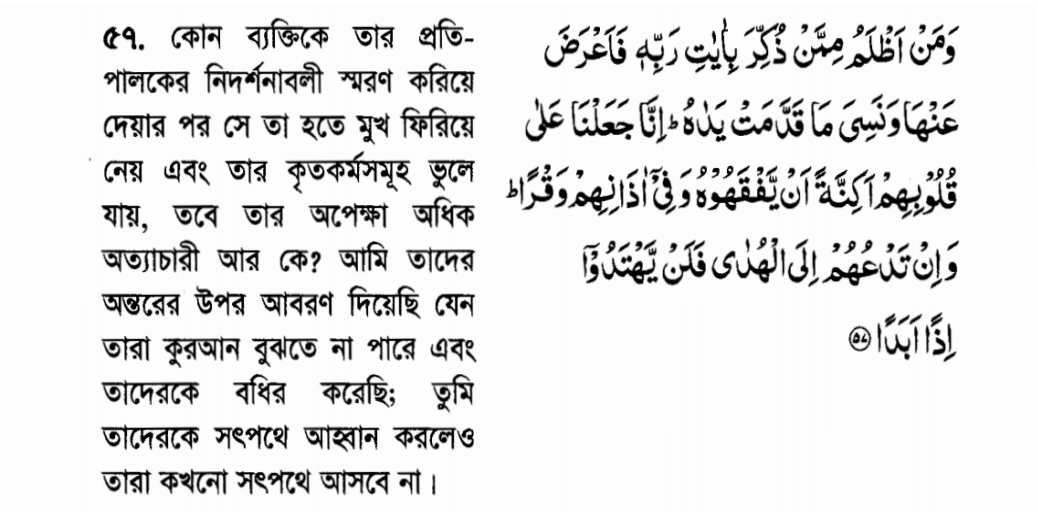

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ فَاَعْرَضَ
عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ ؕ اِنَّا جَعَلْنَا عَلٰى
قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ؕ
وَاِنْ تَدْعُهُمْ اِلَى الْهُدٰى فَلَنْ يَّهْتَدُوْٓا
اِذًا اَبَدًا ۝٥٧

৫৭. কোন ব্যক্তিকে তার প্রতি-পালকের নিদর্শনাবলী স্মরণ করিয়ে দেয়ার পর সে তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তার কৃতকর্মসমূহ ভুলে যায়, তবে তার অপেক্ষা অধিক অত্যাচারী আর কে? আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়েছি যেন তারা কুরআন বুঝতে না পারে এবং তাদেরকে বধির করেছি; তুমি তাদেরকে সৎপথে আহ্বান করলেও তারা কখনো সৎপথে আসবে না।

২,সূরা নাহলের ১০৮ নং আয়াত।

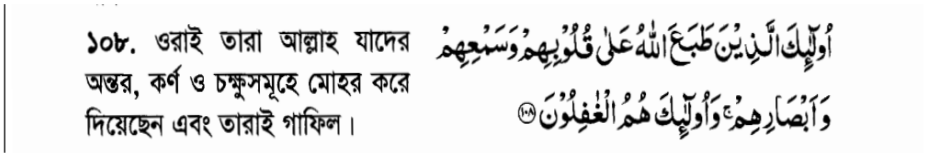

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ
وَاَبْصَارِهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ۝١٠٨

১০৮. ওরাই তারা আল্লাহ যাদের অন্তর, কর্ণ ও চক্ষুসমূহে মোহর করে দিয়েছেন এবং তারাই গাফিল।

৩,সূরা জাসিয়ার ২৩ নং আয়াত।

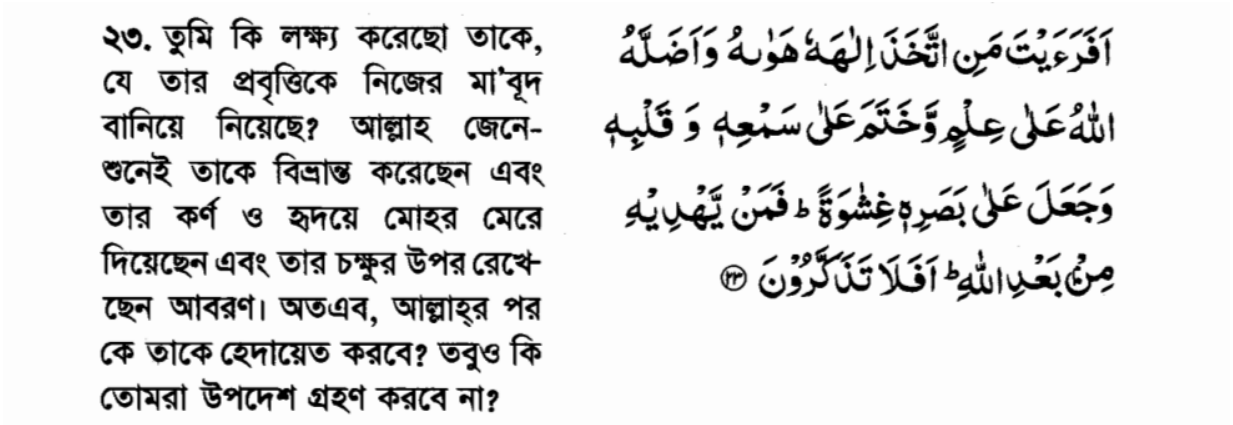

اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ وَاَضَلَّهُ
اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَّخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ
وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشٰوَةً ؕ فَمَنْ يَّهْدِيْهِ
مِنْۢ بَعْدِ اللّٰهِ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝٢٣

২৩. তুমি কি লক্ষ্য করেছো তাকে, যে তার প্রবৃত্তিকে নিজের মা'বূদ বানিয়ে নিয়েছে? আল্লাহ জেনে-শুনেই তাকে বিভ্রান্ত করেছেন এবং তার কর্ণ ও হৃদয়ে মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তার চক্ষুর উপর রেখে-ছেন আবরণ। অতএব, আল্লাহ্‌র পর কে তাকে হেদায়েত করবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

হযরত কাব বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ এর এই ব্যাপারটি আমি সিরিয়ার জনৈক ব্যক্তির কাছে বর্ণনা করি। তিনি কোন প্রয়োজন বশতঃ রোম দেশে গমন করেন। বেশ কিছুদিন সেখানে অবস্থান করার পর তিনি রোমীয় কাফেরদের নির্যাতনের শিকার হয়ে পড়লে প্রানের ভয়ে সেখান থেকে পলায়ন করেন। শত্রুরা তার পশ্চাদ্বন করে। এহেন সংকটময় মুহূর্তে হঠাৎ হাদীসটি তার মনে

পড়ে। তিনি কাল বিলম্ব না করে আয়াতত্রয় পাঠ করতেই শত্রুদের দৃষ্টির সামনে পর্দা পড়ে যায়। যে রাস্তায় তিনি চলছিলেন, শত্রুরাও সেই রাস্তায় চলছিল,কিন্তু তারা তাকে দেখতে পাচ্ছিল না। ইমাম কুরতুবি বলেন, এ আয়াতত্রয়ের সাথে সূরা ইয়াসীনের এ আয়াত গুলোও (১-৯ পর্যন্ত) মেলানো উচিত যে আয়াত গুলো রাসূলুল্লাহ সঃ হিজরতের সময় পাঠ করেছিলেন।

সূরাঃ ইয়াসীন, মাক্কী	سُوْرَةُ يٰسٓ مَكِّيَّةٌ
(আয়াতঃ ৮৩, রুকূ'ঃ ৫)	اٰيَاتُهَا ٨٣ رُكُوْعَاتُهَا ٥
দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
১. ইয়াসীন।	يٰسٓ ①
২. (শপথ) প্রজ্ঞাময় কুরআনের।	وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ②
৩. তুমি অবশ্যই রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত।	اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ③
৪. তুমি সরল পথে প্রতিষ্ঠিত।	عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ④
৫. কুরআন অবতীর্ণ পরাক্রমশালী পরম দয়ালু (আল্লাহর) নিকট হতে।	تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ⑤
৬. যাতে তুমি সতর্ক করতে পার এমন এক জাতিকে যাদের পিতৃ-পুরষদেরকে সতর্ক করা হয়নি, যার ফলে তারা গাফিল।	لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ⑥
৭. তাদের অধিকাংশের জন্যে সেই বাণী অবধারিত হয়েছে; সুতরাং তারা ঈমান আনবে না।	لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ⑦
৮. আমি তাদের গলদেশে চিবুক (থুথনি) পর্যন্ত বেড়ি পরিয়েছি, ফলে তারা ঊর্ধ্বমুখী হয়ে গেছে।	اِنَّا جَعَلْنَا فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا فَهِيَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ ⑧
৯. আমি তাদের সম্মুখে প্রাচীর ও পশ্চাতে প্রাচীর স্থাপন করেছি এবং তাদেরকে আবৃত্ত করেছি, ফলে তারা দেখতে পায় না।	وَجَعَلْنَا مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ⑨

ইমাম কুরতুবী বলেন, আমি স্বদেশ আন্দালুসে কর্ডোভার নিকটবর্তী মনসুর দুর্গে নিজেই এ ধরনের ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলাম। অবশেষে নিরুপায় অবস্থায় আনি শত্রুদের সম্মুখ দিয়ে দৌড়ে এক জায়গায় বসে গেলাম। শত্রুরা দু'জন অশ্বারোহীকে আমার পশ্চাদ্বাবন করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে। আমি সম্পূর্ণ খোলা মাঠেই ছিলাম। আড়াল করার মতো কোন বস্তুই ছিল না। আমি তখন বসে বসে সূরা ইয়াসীনের আয়াতগুলো পাঠ করছিলাম। অশ্বারোহী ব্যক্তিদ্বয় আমার সম্মুখ দিয়ে "লোকটি শয়তান হবে" বলতে বলতে যেখান থেকে এসেছিল সেখানেই ফিরে গেল।

বলা বাহুল্য তারা অবশ্যই আমাকে দেখেনি। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে আমার দিক থেকে অন্ধ করে দিয়েছিলেন। *(কুরতুবী)*

তথ্যসূত্রঃ মা'আরেফুল কুরআন। ৭৮০ পৃঃ

☞☞ সকল ভাইদরকে, বিশেষ করে নিরাপত্তাহীনতায় যারা ভুগছেন তাদেরকে এই আমল করার জন্য অনুরোধ করছি।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে আপনার সাহায্য পাওয়ার জন্য যোগ্য করে দিন। আমীন।